দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 26 DEC 2005
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

প্রাথমিক বৃত্তি : পৌরসভা ও ইউনিয়ন কোটা

পুরো উপজেলায় যতজন ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পায়, তার অর্ধেক বালক, অর্ধেক বালিকা। অন্যদিকে ইউনিয়ন কোটায় সাধারণ গ্রেডে প্রতি ইউনিয়ন থেকে একজন বালক ও একজন বালিকাকে প্রাথমিক বৃত্তি দেয়া হয়ে থাকে। এদিকে বিভিন্ন উপজেলায় এক বা একাধিক ইউনিয়নকে পৌরসভা করা হয়েছে। প্রাথমিক বৃত্তির কোটার ক্ষেত্রে উপজেলার সমান মর্যাদা দেয়া হয় ইউনিয়নের সমান একটি পৌরসভাকে। পুরো উপজেলার যতজন বালক-বালিকা ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পায়, ততজনই পৌরসভায় পায়। একটি ইউনিয়নের নয়টি ওয়ার্ডে বৃত্তি পায় একজন বালক আর একজন বালিকা। অথচ পৌরসভার একটি ওয়ার্ডেই একজন বালক ও একজন বালিকাকে বৃত্তি দেয়া হয়। যেখানে একটি ইউনিয়নে প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকে পাঁচ থেকে দশটি, সেখানে পৌরসভার একটি ওয়ার্ডে বিদ্যালয় থাকে একটি অথবা দু'টি অথবা তিনটি। পৌরসভার যে ওয়ার্ডে মাত্র একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে সে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে কমপক্ষে একজন বালক এবং একজন বালিকা বৃত্তি পাবেই। তাহলে দেখা যাচ্ছে, সাধারণ ইউনিয়নে যেখানে নয় বা দশটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট পাবে দু'জন, সেখানে পৌরসভার কোনো ওয়ার্ডে (যে ওয়ার্ডে মাত্র একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে) একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই পাবে দু'জন। বিষয়টি নিয়ে ভাববার অবকাশ রয়েছে। কেননা একটি ইউনিয়নের সমান পৌরসভা তো আর একটি উপজেলার সমকক্ষ হতে পারে না। তেমনি পৌরসভার একটি ওয়ার্ড ইউনিয়নের নয়টি ওয়ার্ডের সমান মর্যাদা পেতে পারে না। আশা করি, এ বিষয়টি নিয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষ একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

এ কে এম গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ,
সহকারী শিক্ষক,
মধ্যচর ওল্লাকিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নোয়াখালী।